দেশকে বাঁচাও

কোথায় আছে এমন দেশ এই বাংলাদেশের মত
কোথায় পাবে কালোবাজারী মজুতদারী এত
কোথায় আছে বেকার এত দেশের ঘরে ঘরে
ছেলেমেয়ে পায় না খেতে দুবেলা পেট ভরে
রেস জুয়া আর সাট্টা খেলা চলছে কোথায় বেশ
কোথায় এত দারিদ্রতা কোথায় এমন দেশ
কোথায় চলে ভেজাল এত চালে কাঁকড় ভরা
চিনির সাথে দেয় মিশিয়ে যত কাঁচের গুড়া
গোলমরিচে পেপের বিচি তেলে শিয়াল কাঁটা
তেঁতুল বিচির সাথে খাচ্ছি গমের আটা
চামড়াকুচি ডাষ্ট মেশানো সকালে চা খাই
আমার দেশের মতন এমন দেশ পাবে না ভাই
হাড় কখানা যাচ্ছে গোনা বুক করে ধুকধুক
মরার মত বেচে থাকার কোথায় এত সুখ
লে অফ ছাটাই লক্ আউটে কোথায় আছি বেশ
কোথায় গেলে মিলবে বল এমন মজার দেশ।

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক
৭৪নং নিলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া

জানুয়ারী ১৯৭৪

মূল্য ১৫ পয়সা

বঙ্গ আমার

বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য তুমি আমার দেশ
কত রঙ ঢঙ কাম্পানী কত বাইরে কত না রঙ্গীন: বেশ
সহোদর ভাই সাথে মিল নাই ভালবাসি পরে হৃদয় ঢেলে
আত্মীয় সনে রেষারেষী মনে সদা হিংসার আগুন জলে
মুখে যা বলি কাজে তা করিনা করি তা বলিন মুখে
পরীক্ষায় বসে এ্যানসার যত বেমালুম সব দিয়েছি টুকে
যেভাবেই হোক পাশ করে গেছি তবুও দুঃখ হয় না শেষ
বল গো মা তুমি এই কি তুমি মা আমার দেশ।
বৃদ্ধ পিতাকে করিছে শাসন চাকরী করে যে ছেলে
কত নাবালকে ফুকিতেছে বিড়ি কোলে বিস্কুট ফেলে
হরিদাসী আর মাজেনা বাসন লিলি নামে হিরোইন
ভজহরি ভড় নাটক লিখে ফিরিয়ে ফেলেছে দিন
রবি ঠাকুরের কথা গেথে গেথে তবু হল গীতিকার
হরিদাস পাল অভিনয় ছেড়ে হয়েছে ডিরেক্টার
সধবা কুমারী চেনা যায় নাক ঘোমটা গিয়েছে উড়ে
মতী ময়রাণী বেতার শিল্পী হল সুপারিশ ধরে
বড় বড় বুলি মুখেতে সদাই চায় না হতে শেষ
হায়রে আমার বঙ্গ জননী এই কি মা তুমি আমার দেশ
হেথা হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে হাটে মাঠে
গোপনে কুমারী কালীঘাটে গিয়ে সিন্দুর পরিছে মাথে
কত অনাচার অবিচার আজ সমাজে ঘটিছে ভাই
সসম্মানেতে মাথা তুলে আজ সকলে বাঁচিতে চাই

হাল বাংলা

কি কহিব কারে যত বলি ভাবরে ভবিষ্যৎ
লেখাপড়া শিখে তারপর দেখে নে নিজের পথ

পিতাকে মানেনা কথা শোনেনা ঘর থেকে যায় চলে
চলে যায় সেথা বসে আছে উঠতি হিরোর দলে

হিন্দী ছবির সুরেলা গানের টেবিলেতে তাল ঠোকে
ঠোঁট দুটো তার কাল হয়ে গেছে সিগারেট ফুকে ফুকে

শুনবে না কথা মানবে না মানা করবে যা খুশী তাই
এই বাংলার ঘরে ঘরে আজ কোথাও শান্তি নাই

অর্থনীতির চাপে পড়ে দেশের উলটে গিয়েছে হাল
মানুষের চেয়ে টাকাটাই যেন বেশী দামী আজকাল

নিজের ভিটে বলিদান দিয়ে স্বাধীনতা ঐ আনিল যারা
নিঃস্ব হইয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে ঐ ঘুরিছে তারা

বাহুবল যখন রয়েছে সবার খেটে খেতে পারবি নিজে
আয় তবে ওরে আয় ছুটে যে কোন কাজ নে খুজে

মিছে মান আর সম্মান নিয়ে থাকিস নে ঘরেতে বসে
কাটাস না দিন কেরাণীগিরির চাকরীর মোহে সর্বনেশে

যে দেশের নারী জনম দিয়েছে বিপ্লবী ক্ষুদিরামে
বীর বিপ্লব এসেছে যেথায় নেতাজী সুভাষ নামে

তোমাদের মাঝে সূর্য্য সেন আর বাঘা যতীনের দল
তোমাদের মাঝে রয়েছে সুপ্ত গুপ্ত মন্ত্রের বল

বাঙ্গালীর ছেলে ইয়াহিয়া খাকে সমূলে করিয়া শেষ
জগতের মাঝে গড়িয়া তুলিল স্বাধীন বাংলা দেশ

তোমার বাংলা তুমিই বাঙ্গালী পুত্র বাংলা মার
বাঁচিবার যদি আশা থাকে তবে বসিয়া থেকনা আর

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত
সুযোগ পাইলে তারা ভাল ছেলে হত
বেকার বসিয়া আছে কোনও কাজ নাই
মস্তানী করে ভাবে যদি কিছু পাই
চায়ের দোকানে নয়তো কোথা কারও রকে
দিনরাত আড্ডা দেয় সিগারেট ফোঁকে
কর্ম্মে অলস হলেও বাক্যে বাহাদুর
কাঞ্চিরে কাঞ্চিরে বলে মনে ভাঙ্গে সুর
সিনেমা দেখিতে ওরা বড় ভালবাসে
খাবার সময় হলে ঘরে ঠিক আসে
ঢেউ তোলা চুলগুলো এলোমেলো করা
শটকাট ফিটফাট চোঙা প্যাণ্ট পরা
দাঁড়িয়েই থাকে সে যে বসা বড় দায়
বসতে গেলেই যদি প্যাণ্ট ফেটে যায়
বিপদ আসিলে কাছে করে পলায়ন
নিজেকে বাচাতে তারা বড় সচেতন
আদেশ করেন যাহা নিজ গুরুজনে
কখনও করে না তা শুনে যায় কানে।

টাকা চাই

যদিও শান্তি নাহিকো আমার এ অন্তরে
হৃৎপিণ্ডটা মাঝে মাঝে যায় থামিয়া
যদিও খরচা দিয়েছি অনেক কম করে
তবু মাঝে মাঝে উঠছি নিজেই ঘামিয়া
মহা আশঙ্কা দিয়েছে দেখা এ সংসারে
মানুষের মত যায় না বাচিয়া থাকা
তবু হে বন্ধু ওরে ও বন্ধু মোর
বাচিতে হলে টাকা চাই আরও টাকা।

এ নহে আমার কবি কল্পনা বন্দিত
দ্রব্য মূল্য বাড়িছে দ্বিগুণ হারে
নেতারা সকলে গভীর নিদ্রায় শায়িত
শুনবে কে কথা ? বলব ডাকিয়া কারে
অভাব অনটনে গিয়েছে সারাটা দেশ ভরি
লক্ষ জনতা ক্ষুধায় কাঁদিছে সকলে
ছিন্ন বসনে বধূটি লজ্জা সম্বরি
গরিবী হটানর স্বপ্ন দেখিছে বিরলে
বেকার ভাবিছে চাকরী পাইলে জীবনে
ঘুরিবে বোধ হয় ইহ জীবনের চাকা
তবুও বন্ধু, ওরে ও বন্ধু মোর
বাঁচিতে হইলে আরও প্রয়োজন টাকা
অভয় বাণীত প্রতিদিন পড়ি কাগজে
বেশ আছি মোরা এ রাজার রাজ্য শাসনে
আলোচাল, আটা যাহা জুটে যায় বরাতে
না হলে ক্ষুধাও মরে যায় শুধু ভাষণে
ওই দেখ ওই নূতন যুগের সূচনা
পাতালে এবার ঘুরবে গাড়ীর চাকা
তবুও বন্ধু একি কথা তবু মুখেতে
এ ভাবে কখনও যায়না বাঁচিয়া থাকা
ওরে ভয় নাই আছে নেতারা সামনে সকলে
আশা নাই তবু আছেত মিথ্যা ছলনা
ওরে ভাষা নাই তবু আছিত মধুর ভাষণে
প্ল্যান নাই তবু আছেত স্বর্গ রচনা
আছি বেঁচে আজও না বাঁচার মত
সব দিশাহারা মৃত্যু শিয়রে ঢাকা
তবুও বন্ধু, ওরে ও বন্ধু মোর
বাচিতে হইলে টাকা চাই, আর টাকা ।

(৬)

হরিদাস পাল

তোমরা কি চেন ভাই হরিদাস পালকে
দমদম বেলেঘাটা নয় থাকে শালকে।
কেরাণীর কাজ করে কোনও এক অফিসে
কোনও দিনই কোন কিছু করেনি দাবি সে
ঝাণ্ডাটি হাতে কভু মিছিলেতে যায় নি,
কোনদিন কোন পার্টির কোন চাঁদা দেয়নি।
অফিসের বড় বাবু বলে যাহা করতে
হরিবাবু করবে তা হয় যদি মরতে
কত হল হানাহানি কত বোমা ফাটলো
স্বাধীনতা সুরু থেকে কত দিগ কাটল।
ঝড়ে জলে হরিবাবু কাজে ঠিক যাচ্ছে
ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে আধপেটা খাচ্ছে।
মুখ ফুটে প্রতিবাদ কোনও দিন করেনি
বাঁচাটাই বড় কথা আজও সেত মরেনি
দেশে কেউ হরতাল বন্ধ কেউ ডাকিলে
হরিবাবু অফিসেতে বিছানাটি বগলে
বলি তারে হরকালে না গেলে কি হয় না?
হরিবাবু বলে যান প্রাণে আর সয় না
তোমরা কি বন্ধ করবে দেখ গিয়ে বাড়ীতে
দুই দিন খাওয়া বন্ধ চাল নেই হাড়ীতে।

চুলে তেল দেওয়া বন্ধ দেখ চুল রুক্ষ
ছেলেটা অসুখে পড়ে কে বুঝিবে ছাখ।
জামা কাপড় কেনা বন্ধ ছেড়া জামা পড়েছি
ছেলেমেয়ে লেখাপড়া তাও বন্ধ করেছি।
একবেলা ভাত বন্ধ সেত কবে হয়েছে
রুটিটাই বন্ধ হতে বাকী শুধু রয়েছে।
ছেলেটা বেকার বসে কাজ কই পাচ্ছে
কত কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
মাছ খাওয়া সেত ভাই বহুদিন বন্ধ
যদি আসে রাজনীতি তাই মুখ বন্ধ।
সিগারেট বন্ধ করে বিড়িটাকে ধরেছি
বিড়িটাও বন্ধ করে মুস্‌কিলে পরেছি।
উৎসব বিবাহ বন্ধ কার বাড়ী যাই না
দুধ ঘি তাও বন্ধ বহুদিন খাই না।
আমি মন্ত্রী হতে পারিনি কেরাণী একজনা
খাদ্য যা খাই পাজরের হাড় দেখা যায় গোনা
ভয় হয় ফ্যামিলী মেম্বার বেড়ে যায় একজনা
তার আগে মোর ঘুচাও এসব যন্ত্রণা।
বন্ধ সেত প্রতিদিন চলছে ও চলবে
যতদিন এই পাল পটোল না তুলবে।

—০—

মজার নাচন

চোর নাচে ছ্যাচড়া নাচে নাচেরে বাটপাঁর
কাটকাবাজরা বেজায় নাচে নাচে মজুতদার।
কালোবাজারী মজায় ভারি নাচেরে ধিন্‌ধিন্‌
ব্যবসাদারে নাচছে ভারি যাচ্ছে ফিরে দিন।
কারখানাতে মালিক নাচে ছাটাই লে অফ করে
পুলিশ নাচে তুর্কি নাচন চোরা চালান ধরে।
সাট্টা খেলে জুয়াড়ী নাচে ফিরবে বুঝি দিন
ছেলে মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় নাচেরে ধিন্‌ধিন্‌।
অফিসেতে বাবু নাচে ঘুষে পকেট ভরে
ভুত নাচে পেত্নী নাচে রাতে হোটেল বার রে।
শুড়িখানায় মাতাল নাচে খেয়ে ধেনো চোলাই
নিরীহ লোকে পথেঘাটে নাচছে খেয়ে ধোলাই।
দলবাজেরা নাচছে মাঠে হাতে লয়ে ঝাণ্ডা
হল্লা গাড়ীর পুলিশ নাচে হাতে সবার ডাণ্ডা।
নেতায় নাচে ব্যলে নৃত্য মুখে অভয় বুলি
ক্যাডার নাচে দেয়াল ঘুরে হাতে রং আর তুলি।
গদী ছেড়ে মন্ত্রী নাচে নাচেন বড় বাবু
ডাক্তার নাচে রুগী নাচে খেয়ে জল আর সাবু।
গিন্নি নাচে মজার নাচন বাজারের ব্যাগ খুলে
আমি নাচি পাগলা নাচন উপরে হাত তুলে।
সবুজ বিপ্লব আসছে দেশে ফিরবে এবার দিন
সবাই মিলে দুক্ষ ভুলে নাচেরে ধিন্‌ধিন্‌।